COUNTERING BACKLASH RECLAIMING GENDER JUSTICE

ISSUE 2 ▶ DECEMBER 2023

POLICY BRIEFING

বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতা আইন বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (ব্যাকল্যাশ) প্রতিরোধ

মূলবার্তা

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিচালিত একটি বারো মাস ব্যাপী গুণগত গবেষণার উপর ভিত্তি করে এই ব্রিফিংটি লেখা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এই আইনের সমর্থক, বিরোধী ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে ৩২টি বিশদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং একটি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আইন সম্পর্কে অন্যান্য গৌণ ও আনুষঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা এবং সংগৃহীত তথ্যের জেন্ডারভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষের দ্বারা পারিবারিক সহিংসতা একটি অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে স্বীকৃত। এই সহিংসতা থেকে সুরক্ষা এবং এটি প্রতিরোধে কার কী দায়িত্ব তা স্পষ্টভাবে বিধি এবং আইনে উল্লেখ করা রয়েছে।
- তারপরেও আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনাগ্রহ ও বিলম্ব দেখা গিয়েছে যা নারী অধিকার এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিপরীতে বাধা হিসাবে কাজ করে।
- গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, পারিবারিক সহিংসতাকে একটি তুচ্ছ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সমাধানে বিচার বিভাগ অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সময় ব্যয় করার চেয়ে পারিবারিকভাবে সমাধান করা উচিত বলে মনে করা হয়। ফলে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রয়োগের মাত্রা খুবই কম।
- নারীরা যে ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয় তার জন্য প্রচলিত জেন্ডারভিত্তিক প্রথা এবং এ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় নারীদেরকেই দায়ী করা হয় এবং সেইসাথে দাম্পত্য দ্বন্দ্ব নিরসনের দায়িত্বও নারীদের উপরই দেওয়া হয়।
- উপসংহারে বলা যায়, আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নে দায়িত্বরত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আচরণ এবং মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক। এর ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দূর হবে, ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যাবে এবং আইনের সুরক্ষা সহজলভ্য করার জন্য সুরক্ষা প্রক্রিয়া সংশোধন করা যাবে।

> **“পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, কার্যকর করার জন্য বাস্তবায়নে দায়িত্বরত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আচরণ এবং মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক যা এই আইন প্রয়োগের বাধা অপসারণ করবে।**

মাহীন সুলতান ও প্রজ্ঞা মাহপারা, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD)

সারসংক্ষেপ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর মতো আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতার হার বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে প্রায় তিনজন (৫৭.৭%) তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনোভাবে শারীরিক, যৌন বা মানসিক সহিংসতার শিকার হয় (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) "নারীর প্রতি সহিংসতার উপর জরিপ" (VAW), ২০১৫)। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর প্রস্তাবনায় এবং সিটিজেনস ইনিশিয়েটিভ এগেইনস্ট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স (CIDV) নামে পরিচিত পারিবারিক সহিংসতা রোধে তৈরি জোটের সমর্থনে ২০১০ সালে উক্ত আইন প্রণয়ন এবং কার্যকর করা সরকারের জন্য একটি বিশেষ অর্জন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্জন কম ছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি আইন প্রণয়নকারী সংস্থার মত এই আইনের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল না। পারিবারিক সহিংসতা তুচ্ছ, একটি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা এবং এটি ঘটার পিছনে নারীকে দোষ দেওয়া, বিয়েকে পবিত্র হিসাবে বিবেচনা করাসহ প্রচলিত গৎবাধা ধারণা প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে আইনটি বাস্তবায়নে পরিষেবা সংস্থা এবং আইন অনুশীলনকারীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে।

সুইডিশ সরকারের সহায়তায় ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (SIDA) প্রোগ্রাম এর অর্থায়নে এবং ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (IDS) আয়োজনে "Countering Backlash: Reclaiming Gender Justice" প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ২০২২ সালে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি দ্বারা পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বাস্তবায়নের উপর এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। এই গবেষণার অংশ হিসেবে পাঁচটি দেশের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার (ব্যাকলাশ) উদাহরণ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতিমালা আইন এবং অনানুষ্ঠানিক অনুশীলন গুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য "Policy and Practice Strand" কাজ করেছে।

BIGD'র গবেষণা দল প্রাথমিক এবং আনুষঙ্গিক উভয় ধরনের গবেষণা পরিচালনা করেছে যার মধ্যে রয়েছে সেবাদানকারী সংস্থা, আইনজীবী, CIDV এর অন্তর্ভুক্ত নারী অধিকার ও আইনি অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা এবং এই কোয়ালিশনের সহযোগী সংগঠনগুলির সাথে ৩২টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এছাড়া এই বিষয়ে প্রকাশিত অন্যান্য নথিপত্র ও গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেস স্টাডি হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে নির্বাচন করা হয়েছিল যেহেতু তারা CIDV এর অন্যতম সক্রিয় সদস্য এবং পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলাগুলি নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে। মহিলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটি এবং পারিবারিক সহিংসতার মামলার সাথে এই কমিটির সম্পৃক্ততাও গবেষণায় দেখা হয়েছে। CIDV'র সাতজন সদস্য এবং মহিলা পরিষদের আট জন সদস্য, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তিনজন ও মুন্সীগঞ্জ শাখার পাঁচজন সদস্যের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। আইন বাস্তবায়নের সাথে জড়িত CIDV ও মহিলা পরিষদ সদস্য (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ের) দের সাথে মোট ১৫ টি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাস্তবায়ন পর্যায়ে CIDV/ মহিলা পরিষদ সদস্য দ্বারা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিতদের মধ্যে সাতটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বিষয়ক মামলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাঁচজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের সাথে একটি দলীয় আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা একটি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত যা রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে প্রায় তিনজন (৫৭.৭%) তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনোভাবে শারীরিক, যৌন বা মানসিক সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন (BBS VAW Survey, 2015)। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেকগুলোতেই পারিবারিক সহিংসতা আইন গ্রহণ করা সত্ত্বেও, সেখানে পারিবারিক সহিংসতা সংঘটনের উচ্চ প্রবণতা রয়েছে (Nazneen and Hickey, 2019)। এতে প্রতীয়মান যে এই সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয়।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র আইন গ্রহণই যথেষ্ট নয়। পারিবারিক সহিংসতাকে তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে দেখা হয় বলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক বা মানবিক সম্পদ বরাদ্দ করা হয় না। এমন একটি প্রেক্ষাপটে যেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলি (NGO) ক্রমবর্ধমানভাবে রাষ্ট্র দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে (Nazneen, 2018) সেখানে এই আইন একটি "এনজিও আইন" হিসাবে পরিচিত কারণ এটি নারী অধিকার এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে বলে জানা যায়। এর সাথে বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিদ্যমান জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাত যুক্ত হওয়ার ফলে এই আইন সন্তোষজনকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং নারীরা এর মাধ্যমে প্রতিকার পেতে সক্ষম হন না।

আইনের বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয়েছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামোর অভাব রয়েছে যেমন—অপর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র, সহিংসতার শিকার নারীদের কাউন্সেলিং দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ সেবাপ্রদানকারীদের অভাব (Huda, 2016)। আইন পেশায় জড়িত বিশেষ করে বেশির ভাগ বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে এই আইন সম্পর্কে ধারণাগত ও প্রয়োগ বিষয়ে বোঝাপড়ার অভাবও রয়েছে। কারণ মনে হয়েছে তারা এই আইনটির ব্যবহার সম্পর্কে জানেন না (অথবা ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না) (BIGD,

2021)। কিছু আমলাতান্ত্রিক বিরোধীতাও রয়েছে, যেমন- বিধি ও ফর্ম তৈরির বিলম্ব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) থেকে প্রশিক্ষিত প্রয়োগকারী কর্মকর্তার অভাব এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সীমিত সম্পদ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অপর্যাপ্ত সমন্বয়।

সহিংসতার শিকার নারীরা সুরক্ষা বা সমাধানের ক্ষেত্রে কীভাবে আইনি প্রতিকার ব্যবহার করছেন তা নির্ধারণে সামাজিক নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই সামাজিক "সালিশ" এর মাধ্যমে বিচার চাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, যেটি কিনা সামাজিক নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত একটি অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতা এবং এটি আইনি মানদন্ড বজায় রাখেনা। সহিংসতার শিকার নারীরা যখন আনুষ্ঠানিক মাধ্যম অবলম্বন করেন, তখন বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী যেমন- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে তাদের জন্য বর্ণিত আদেশ-মালার বাইরে গিয়ে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

রাষ্ট্র পারিবারিক সহিংসতার বিষয়টিতে কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার উপরও আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নির্ভর করে। বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে বর্তমানে অন্যান্য বিষয়, যেমন— বাল্যবিবাহ এবং ধর্ষণ আইন সংস্কারকে পারিবারিক সহিংসতার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের সংবেদনশীলতা কম। ফলে নারী পুরুষ সমতা বা ন্যায্যতা নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে কর্মসূচি ও দাবি নিয়ে রাষ্ট্র বা বিকল্প কোন রাজনৈতিক দলের কাছে আলোচনা ও দেনদরবার করার ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে গিয়েছে (Mahpara, 2020)।

আইনগত এবং পদ্ধতিগত অসুবিধা

বিভিন্ন আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং অন্যান্য গবেষকগণ আইনের সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করেছেন যা এর বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে (Huda, 2015; Yasmin, 2020)। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ কে পুরোপুরি ফৌজদারি অথবা দেওয়ানী আইন করার পরিবর্তে একটি আধা-দেওয়ানী আইন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ফৌজদারি নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরিবর্তে দেওয়ানি প্রতিকার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটি পারিবারিক সহিংসতাকে একটি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়নি কারণ সহিংসতার শিকার নারীরা প্রায়শই তাদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চান এবং স্বামীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করলে প্রায়শই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি সাধারণ হতাশা পরিলক্ষিত হয়েছিল যে শুধুমাত্র গুরুতর আঘাতগুলি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উত্তরদাতারা পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি বের করেছেন। যে কয়েকজন বিচারক এই আইনের অধীনে মামলা পরিচালনা করেছেন তারা দাবি করেছেন যে, এই আইনের বিধানগুলি নারীর প্রতি সহিংসতা (VAW) সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের তুলনায় আলাদা হওয়ায় বিধানগুলি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, সরকারী সংস্থা, আইনজীবি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে আইনের ধারণা সীমিত। CIDV সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে পাওয়া গিয়েছে যে, কীভাবে সুরক্ষা আদেশগুলি কার্যকর করা হবে সে বিষয়ে আইনের ধারাগুলোর বর্ণনায় স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার সংখ্যা বেশি হওয়ায় মামলার শুনানি বিলম্বিত হচ্ছে। ফলে সুরক্ষা আদেশ জারি করতে বিলম্ব হয়। অথচ এটি সহিংসতার শিকার নারীদের নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। এছাড়া অপরাধীদের দ্বারা আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আদালত সুরক্ষা আদেশ জারির পরে সহিংসতার শিকার নারীদের অবস্থা সরেজমিন দেখার জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠানো হবে কিনা তা এই আইনে সুস্পষ্ট নয়। ফলে, স্বামী বা শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করার সময় সহিংসতার শিকার নারী অনিরাপদ বোধ করে থাকেন। কিছু CIDV সদস্য জানিয়েছেন যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কোনও সূচক নেই। তাই এই সংস্থাগুলির কর্মকান্ডের জন্য কোন জবাবদিহিতাও নেই।

সামাজিক প্রথা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে পারিবারিক সহিংসতাকে তুচ্ছ মনে করা হয় এবং এক্ষেত্রে সাধারণ মনোভাব এমন যে পারিবারিক সহিংসতা একটি ব্যক্তিগত এবং গৌণ বিষয় যা বিচারব্যবস্থার গুরুতর কাজের মধ্যে পড়ে না। এটি নিয়ে বিচার বিভাগকে বিরক্ত করা উচিত নয়। দম্পতি এবং পরিবারের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এই বিষয়গুলি পরিবারের মধ্যেই সমাধান করা উচিত যাতে তারা নিজেরাই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করা শিখতে পারেন এবং নারীরা এটিকে তাদের সামাজিকভাবে নির্ধারিত ভূমিকা বলে মেনে নিতে পারেন। একজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, "আমি মনে করি পারিবারিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার। পারিবারিক বিষয় আদালতে নিয়ে আসা ভালো নয়। এতে পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক বিষয়গুলো পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই মোকাবিলা করা উচিত।"

> **"বাংলাদেশে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে প্রায় তিনজন তাদের জীবদ্দশায় কোনো না কোনোভাবে শারীরিক, যৌন বা মানসিক সহিংসতার শিকার হয়।**

যদিও ইসলামে বলা আছে, বিয়ে হলো সম্মতির ভিত্তিতে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যকার একটি চুক্তি (অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক প্রতিনিধিত্ব করবে), এটি এখনও নারী ও কন্যা শিশুদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। যার জন্য সহিংসতা এবং দুর্ব্যবহার সহ্য করা সহ বিয়ে রক্ষায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করার আশা করা হয়। একটি দম্পতির মধ্যে যা ব্যক্তিগত বিষয় বলে বিবেচিত হয় তাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে অনীহা ছিল (এবং এখনও আছে)। পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে দ্বিধা এবং বিলম্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে নারী ও তার পরিবারের সদস্যরা মনে করেন যে, এই বিষয় প্রকাশ পেলে পারিবারিক সম্মানের ক্ষতি হবে। মনে করা হয়, মামলা মোকদ্দমা ও আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে সুনামহানি বা নিন্দা জড়িত আছে কারণ সেখানে পারিবারিক বিষয়গুলি প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হবে।

আইনে যা আছে তা সত্ত্বেও, এই আইনের ব্যবহার এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করা হয় এই বিষয়টিকে প্রভাবিত করে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সামাজিক নিয়মের প্রচলন এবং যে কোনো মূল্যে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, যা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির সাথে জড়িত সেবা প্রদানকারীদের মধ্যেও রয়েছে। এই প্রথাসমূহ আইনজীবি, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, নারী অধিকার সংস্থার মিত্র এবং এমনকি কখনো কখনো নারী অধিকার সংস্থাগুলোরও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারন করে দেয়। এই প্রথাগুলি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা দেওয়া এবং নিষ্ক্রিয়তাকে সমর্থন দিতে ব্যবহৃত হয়। আইন এবং এর বিধানসমূহ ব্যবহার করার পরিবর্তে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অথবা সামাজিক প্রথার ভিত্তিতে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একজন নারী অধিকার কর্মী ব্যাখ্যা করেছেন, "তাই আমরা সাথে সাথেই আদালতে যেতে উৎসাহিত করি না। দেখা যাচ্ছে আদালতে গেলেই কিছু প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় যা মোকাবেলা করা কঠিন। (...) ধরুন স্বামী বললো" সে আমাকে জেলে যেতে বাধ্য করেছে, আমি এই মহিলাকে আমার ঘরে রাখতে চাই না। অনেক সময় অভিভাবকরাও বলেন "সে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে? আমরা তাকে ফিরিয়ে নিতে চাই না।"

এই ধরনের প্রথার কারণে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকেই দোষারোপ করা হয়। নারীদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যেমন— যৌতুকের টাকা পাওয়ার জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য অনেক সময় পরিবারের অন্যান্য নারীদের দায়ী করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা

যদিও আইনটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, গবেষণায় আইনটির ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার অভাব পাওয়া গিয়েছে এবং এর বাস্তবায়নে নিষ্ক্রিয়তা এবং অনাগ্রহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৩ সালে গৃহীত বিধিমালাতে মন্ত্রণালয় এর জন্য নির্ধারিত একমাত্র ভূমিকা হলো প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যেসকল মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বা আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলেননি। একইভাবে, বিচার বিভাগ এবং পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারাও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা রাখেননা। সাধারণভাবে দেখা যায়, পারিবারিক সহিংসতার প্রতিকার হিসাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের অনীহা ছিল। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, কর্মকর্তারা মনে করেন এই আইন ব্যবহার বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবে এবং তারা বিবাহবিচ্ছেদ এড়াতে চান কারণ তারা মনে করেন যে, নারীদের জীবনে বিবাহের বিকল্প নেই।

বিধিমালা ২০১৩ অনুযায়ী, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে "সেবা প্রদানকারী সংস্থা" হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণ জানানোর কথা ছিল, অর্থাৎ বিভিন্ন সহায়তা সেবা যেমন, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য সেবার মতো সহায়তা সেবার জন্য সহিংসতার শিকার নারীদের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানো হবে। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সাক্ষাৎকারে প্রকৃতপক্ষে এই আইনের বাস্তবায়নের বাধা হিসাবে সেবাপ্রদানকারী সংস্থা নির্বাচনে বিলম্ব এবং সংস্থার অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বেশিরভাগ থানায় বিশেষ ডেস্ক খোলা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার নেওয়া পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেছিলেন যে পারিবারিক সহিংসতা অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। মানবাধিকার সংস্থার কর্মীদের একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ ছিল যে, নারীরা যে মামলাগুলি দায়ের করতে চান তা পুলিশ নিচ্ছেন কিনা সেটা নিশ্চিত করতে তাদের ভূমিকা রাখতে হয়। এই আইনের বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আনুষ্ঠানিক ভূমিকা এবং দায়িত্বসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় অনাগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয়তা রয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়া পুলিশ কর্মকর্তাদের কেউই সহিংসতার শিকার নারীদের এই আইন ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তারা মনে করেন যে ভুক্তভোগীদের চাওয়া সত্ত্বেও এই আইনে পুলিশ কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। একটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, "যদি মামলাটি গুরুতর হয়, যেমনটি শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে, তবে আমরা এই আইন ব্যবহার করি না। এটি তখন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বা যৌতুক নিরোধ আইনের মতো অন্যান্য আইনের আওতায় পড়ে।"

সুপারিশসমূহ

আইনি পদ্ধতি সংশোধন এবং বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণ

- আইন এবং বিধিমালায় পাদটীকা (ফুটনোট) হিসাবে সম্পূরক ব্যাখ্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করা।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর অধীনে স্বামী স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার বিধান অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত সেবার জন্য অভিজ্ঞ সরকারি বা বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে তালিকাভুক্ত করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক অথবা সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাছে ভুক্তভোগীর সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।
- আদালতে মামলা করতে যাওয়ার আগে অভিযোগকারীদের আইনি পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা।
- আইনি এক্তিয়ার রয়েছে এমন স্বীকৃত সংস্থার দ্বারা মধ্যস্থতা বা সালিশ করা উচিত, যেমন—তালিকাভুক্ত সেবা প্রদানকারী সংস্থা।
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক মামলা পূর্ববর্তী কাউন্সেলিং প্রবর্তনের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি (DLAC) কে শক্তিশালী করা।

অবকাঠামো এবং সহায়তা কাঠামোর উন্নয়ন

- যখন ম্যাজিস্ট্রেটগণ নারী বা দম্পতিদের সাথে বসবেন তখন আদালত প্রাঙ্গনে গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।
- পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সহযোগিতা বা অর্থ বরাদ্দ করা যাতে তারা সহিংস সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার বিকল্প সহযোগিতা নিতে পারেন, যেমন—আশ্রয়কেন্দ্র (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী), অর্থনৈতিক সহায়তা, অপ্রচলিত বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী।
- বাক্ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দোভাষীর ব্যবস্থা।
- ভারতের উদাহরণ অনুসরণ করে আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি জেলায় আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা।
- প্রতি বিভাগে একটির স্থলে প্রতি জেলায় একটি করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা, যাতে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- থানার নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ডেস্ক নিয়মিত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখবে।
- সামাজিক প্রথা পরিবর্তন
- পারিবারিক সহিংসতাকে মানবাধিকার বিষয় হিসেবে তুলে ধরে এবং "শারীরিক অখন্ডতার অধিকার" (right to bodily integrity) এর উপর জোর দিয়ে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আইন অনুশীলনকারী ও নারী অধিকার/আইনি অধিকার কর্মীদের পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলার বিকল্প ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য প্রদান করা যাতে কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে পুনরায় সহিংস বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে ফিরে আসতে না হয়।
- এই আইন ব্যবহারের এমন উদাহরণ প্রচার করা যেখানে উভয় পক্ষই তাদের ত্রুটি এবং একে অপরের যা ক্ষতি করেছেন তা স্বীকার করতে পারেন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা করতে পারেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি

- পারিবারিক সহিংসতা কী, কেন হয় এবং নারী, পুরুষ, পরিবার ও সমাজের উপর এর প্রভাব কী তা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। পাশাপাশি সহিংসতা থেকে প্রতিকারের কি কি উপায় বিদ্যমান রয়েছে (ভুক্তভোগী ও সেবাপ্রদানকারী উভয় ক্ষেত্রে) সে সম্পর্কেও সচেতনতা তৈরি করা। এই সকল বিষয়ে পুরুষদের বিশেষভাবে জানাতে হবে।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং পুলিশ ট্রেনিং কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে পেশাদার প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ অন্তর্ভুক্ত করা।
- আইনজীবী পরিষদের মৌলিক প্রশিক্ষণে জেন্ডার এবং আইন অন্তর্ভুক্ত করা।
- জবাবদিহি ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ

সুপারিশসমূহ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আবেদন বা অভিযোগের সংখ্যার উপর নজরদারি জোরদার করবে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করবে এবং প্রতি ত্রৈমাসিকে সর্বসাধারনের জন্য তথ্য প্রকাশ করবে।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর অধীনে আবেদনসমূহ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সুরক্ষা আদেশ এর সংখ্যা পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তীতে প্রতি ত্রৈমাসিকে সর্বসাধারনের জন্য তথ্য এই সংস্থা প্রকাশ করবে।
- বিচার বিভাগ সুরক্ষা বা অন্তবর্তী সুরক্ষা আদেশের জন্য আবেদন এবং প্রদত্ত আবেদনের সংখ্যা সম্পর্কে প্রতি ত্রৈমাসিকে সর্বসাধারনের জন্য তথ্য বিচার বিভাগ তথ্য প্রদান করবে।
- বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্তদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে জবাবদিহিতার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিধিমালা সংশোধন করা।

পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য CIDV প্ল্যাটফর্মকে শক্তিশালী করা

- আইন ও নীতি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বিভিন্ন নতুন কৌশল তৈরি করা।
- নীতিনির্ধারকদের উপর কম ফোকাস রেখে বাস্তবায়নকারীদের সাথে শক্তিশালী জোট গড়ে তোলা।
- একাধিক ফোরামে একই ব্যক্তিকে বারবার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে না পাঠিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে আরও সদস্যদের যুক্ত করা যাতে এক ব্যক্তির উপর কাজের চাপ কম হয় এবং মিটিংগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে ভার্চুয়াল এবং আরও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং কার্য সম্পাদনে সদস্যদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করা যাতে সচিবালয়ের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠা যায়।
- পূর্ণকালীন সচিবালয় এবং অব্যাহত কার্যক্রমের জন্য সম্পদের সংস্থান করা।

এটি একটি ওপেন অ্যাক্সেস ব্রিফিং যা বিতরণ করা হয়েছে ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন অ-বাণিজ্যিক ৪.০ আন্তর্জাতিক লাইসেন্স (CC BY-NC) এর শর্তাবলীর অধীনে, এবং এটি যে কোনো মাধ্যমে ব্যবহার, বিতরণ এবং পুনঃউৎপাদনের অনুমতি দিচ্ছে এই শর্তে যে, মূল লেখক এবং উৎস কে স্বীকৃত করা হয়েছে, কোনো পরিবর্তন বা সংযোজন করা হলে তা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কাজটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

DOI: 10.19088/BACKLASH.2023.006

আরো যা পড়তে পারেন

1. Bangladesh Bureau of Statistics report on violence against women (VAW) Survey 2015.
2. Binary Framings, Islam and Struggle for WomenÕs Empowerment in Bangladesh, Sohela Nazneen
3. How does politics shape the negotiation of gender equity in the Global South? A comparative analysis, Sohela Nazneen and Sam Hickey
4. Access to justice during COVID-19 for survivors of domestic violence, Maheen Sultan, Marufa Akter, Pragyna Mahpara, N.A. Pabony, and Fariha Tasnin
5. Exploring the obstacles in accessing justice for survivors of domestic violence: How effective is the Domestic Violence (Prevention and Protection), Yasmin, T (2020)

কৃতজ্ঞতা

কাউন্টারিং ব্যাকলাশ পলিসি ব্রিফিংটি লিখেছেন মাহীন সুলতান এবং প্রজ্ঞা মাহপারা, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD)।

© Countering Backlash 2023

যোগাযোগ

counteringbacklash.org
@CounterBacklash
cgst.bigd@gmail.com

COUNTERING BACKLASH
RECLAIMING GENDER JUSTICE

Policy briefing in association with

Hosted by

Funded by